ঈর্ষা শয়তানের একটি অসুখ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

ঈর্ষা শয়তানের একটি চরিত্র এবং এর মানে হচ্ছে হিংসা। হিংসার কয়েকটি ধরণ আছে কিন্তু এর আরবী হচ্ছে হাসাদ। এর মানে হচ্ছে কাউকে সরাসরি ঈর্ষা করা এবং মনে মনে চাওয়া যে তার কাছে যা আছে তা যেন তার কাছে না থাকে। এটা এরকম চিন্তা নয় যে, "আমারও থাকা চাই তার যা আছে", কিন্তু আশা করা যেন তার কাছে জিনিসটি একেবারেই না থাকে।

এটি খুব খারাপ একটি চরিত্র, স্বভাব। যদি মানুষের ভিতরে ঈর্ষার চরিত্র থাকে তাদের পুরো জীবন কষ্টে কাটে কারণ তারা কাউকে সহ্য করতে পারে না এবং হিংসুক থাকে এবং ঈর্ষাপরায়ণ থাকে সবার ব্যাপারে। "তার এটা আছে আমার নেই। তারও যেন না থাকে।"

এটি চরিত্র নয়, অসুখ। এটি একটি অসুখ এবং মানুষের তা নিজেদের ভেতর থেকে বের করে ফেলা প্রয়োজন। মানুষদের অন্তত চেষ্টা করা দরকার এটা বলার যে, "তাদের এই জিনিসটি থাকুক আর আমারও তা হোক।" আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) দানশীল এবং সবাইকে তিনি যথেষ্ট দেন।

তুমি চাইলে ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারো কিন্তু সেই ঈর্ষা তোমাকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমার পুরো জীবনটাই তিক্ত হয়ে যাবে। জ্ঞানের ব্যাপারে এটা সবচেয়ে বেশি হয়। (ইসলামের) শিক্ষকেরা একে অপরের প্রতি খুব বেশি হিংসুক এবং ঈর্ষাপরায়ণ থাকে যদিও তারা মুখে আল্লাহ্‌র কথা বলছে। যখন নাফসকে পোষ মানানো না হয় তখন নাফস মানুষের উপর চড়ে বসে, তাদের জীবন নরক বানিয়ে ফেলে এবং তারা বাকী জীবনটা কাটায় দুঃখে এবং কষ্টে। তাই ঈর্ষার কোন ভালো দিক নেই, এর কোন সুন্দর দিক নেই এবং তোমাদের নিজেদেরকে এর থেকে বাঁচাতে হবে।

তাই কখনো এটাই সামান্যও সুযোগ দিও না। মুখে বলে, "এটা ভালো জিনিস নয়", কাজে এর সাথে সামান্যও আপোষ কোরো না কারণ যখন এটা শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে তা মানুষকে মেরে ফেলে। মানুষ অন্যদের ক্ষতি করে এই ঈর্ষা এবং হিংসা দিয়ে। তাই পবিত্র কুর'আনেও বলা হয়ঃ

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

"ওয়া মিন শাররি হাসিদীন ইযা হাসাদ" (সুরাহ ফালাকঃ৫)। "আল্লাহ্ আমাদের আশ্রয় দিন তাদের খারাপ থেকে যারা ঈর্ষা করে।" আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সুরা ফালাকে আমাদের দেখিয়েছেন যে ঈর্ষা খারাপ, এটি অনিষ্টকর। কোন উপকার নয়, খারাপ থেকে শুধু মানুষের কাছে খারাপই আসে। আল্লাহ্ না করুন। আল্লাহ্ এরকম মানুষদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৬ সেপ্টেম্বার ২০১৬ / ২৬ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।